দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রীদের আর বেতন লাগিবে না

..... প্রধানমন্ত্রী

বাসস ।। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের জন্য দেশব্যাপী ৬২৬ কোটি টাকার বৃত্তি কর্মসূচী চালু করিয়াছেন। এই বৃত্তি ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের দেওয়া হইবে। কর্মসূচী ৬ বছর চালু থাকিবে। গতকাল আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে কর্মসূচীর উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারী শিক্ষাবৃদ্ধির জন্য এই উদ্যোগ লওয়া হইয়াছে। চাকুরী ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য বর্তমানের শতকরা দশ ভাগের কোটা ৩০ ভাগে উন্নীত করার বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক

(১০ম পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

স্কুলে শতকরা ৬০ ভাগ শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী ছাত্রীদের নিকট বৃত্তির পাসবই হস্তান্তর করেন। তিনি বলেন, ৬ বছরে ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬২০ জন মাদ্রাসা ছাত্রীসহ মোট ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৯২ জন ছাত্রীকে এই বৃত্তি দেওয়া হইবে। সকল মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রীরা এখন বিনা বেতনে লেখাপড়া করিতে পারিবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাহাদেরকে উন্নয়ন তৎপরতার বাহিরে রাখিয়া উন্নয়ন সম্ভব নহে। আর উন্নয়নের পূর্বশর্ত হইতেছে শিক্ষা। তিনি বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ধারা অব্যাহত রাখিতে হইবে। বেগম জিয়া শিক্ষা বিস্তারে তাহার সরকারের গৃহীত কর্ম সূচীর উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইতিপূর্বে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী বেতন মওকুফ করা হইয়াছিল। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হইয়াছে। তিনি বলেন, বর্তমানে শিক্ষার হার শতকরা ৩২ ভাগ, উহার মধ্যে নারী শিক্ষার হার শতকরা ২৪ ভাগ। বর্তমান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হইলে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষিত মহিলাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হইবে। তিনি বলেন, এই কর্মসূচীর ফলে জনসংখ্যার হারও হ্রাস পাইবে এবং নারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে।

তিনি বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার বিকল্প নাই। কাজেই শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বলেন, বর্তমান সরকারের সকল কর্মসূচী গণমুখী শিক্ষামুখী ও উৎপাদনমুখী।

শিক্ষামন্ত্রী জমিরুদ্দিন সরকার বলেন, উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইতেছে শিক্ষা।

অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ আবদুল মঈন খান, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ইউনুস খান, মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম সারওয়ারী রহমান, শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক এবং অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব বেগম খোদেজা আজম উপস্থিত ছিলেন।